৪৮

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অভিনন্দন, ভোলা!

অভিনন্দন, ভোলা! এই মুহূর্তে দুই শব্দের এই একটি বাক্যই মন জুড়ে আছে। নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। স্বপ্নের পেছনে শ্রমও যে নেই এমন না। তবু এক্ষেত্রে আমাদের বাস্তব অগ্রগতি প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়েও মন্থর। স্বাধীনতার এই পঁচিশ বছরে আমরা সাক্ষরতার জাতীয় হার কুড়ি থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশে তুলতে পেরেছি। যে ক্ষেত্রে শ্রীলংকাও নব্বই ছাড়িয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সত্তর ছাড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ভোলা সদর থানা আজ নিরক্ষরতার অপবাদমুক্ত। এমন এক উজ্জ্বল সাফল্যের অধিকারীরা অবশ্যই প্রাণঢালা অভিনন্দনের পাওনাদার।

ভোলা সদর থানায় নিরক্ষরতা নিবারণ কর্মসূচী গ্রহণের পূর্বমুহূর্তে সাক্ষরতার হার ছিল জাতীয় হারের অনেক নিচে। পঁচিশ দশমিক আট শতাংশ মাত্র। অর্থ-সামাজিক বিচারে পশ্চাদপদ একটি বিচ্ছিন্ন এবং প্রত্যন্তীয় অঞ্চলের ক্ষেত্রে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে মাত্র কয়েক মাসের চেষ্টায় এগারো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসী নারী-পুরুষ সকলকে সাক্ষর করে তোলা অবশ্যই এক বড় সাফল্য। এ কেবল অক্ষর চেনা বা নাম সই করাই নয়, পড়তে লিখতে এবং ছোটখাটো হিসাব মেলাতে পারা। অর্থাৎ শিক্ষার ব্যবহারযোগ্য দক্ষতা অর্জন। ভোলার কয়েক মাস আগের নিরক্ষরেরা পরীক্ষায় বসে সে দক্ষতার প্রমাণ দিতে পেরেছে। এই খবরে আমরা তাই খুবই উৎসাহিত বোধ করছি।

উৎসাহিত বোধ করার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে ভোলার জনসাধারণের এই সাফল্য আমাদের সামর্থ্যের প্রমাণ রেখেছে। আদর্শ স্থাপন করেছে। ভোলার নজির সামনে রেখে আমরা দাবী করতে পারি, ইচ্ছে থাকলে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করা আমাদের জন্যেও অসম্ভব কিছু না। ভোলার মানুষ যা পেরেছেন, বাংলাদেশের অন্য এলাকার মানুষের পক্ষেও তা সম্ভব। ভোলা আজ তাই আদর্শে পরিণত হয়েছে। আমরা আশা করব অন্য এলাকার মানুষও এ আদর্শ অনুসরণে সচেষ্ট হবে। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাও স্বাগত। সৎকাজে প্রতিযোগিতার স্পষ্ট তাগিদ আমাদের ধর্মেও আছে। আর দ্বীনি এবং দুনিয়াবি এই উভয় দৃষ্টিতেই শিক্ষিত হয়ে ওঠা উচ্চ মর্যাদার সৎকাজ। আমরা ভোলাবাসীর এ সাফল্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এ ধরনের একটি কর্মসূচীর সাফল্যে যোগ্য এবং আন্তরিক নেতৃত্ব অপরিহার্য। ভোলার অধিবাসী পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাহজাহান এই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলেই এমন স্বল্প সময়ে অকল্পনীয় সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। আমরা জনাব শাহজাহান ও তার সকল সহকর্মীকেও তাই অভিনন্দন জানাই। আমরা আশা করব, তাদের এ উদ্যোগ এখানেই থেমে থাকবে না। তারা তাদের উদ্যোগ সম্প্রসারিত করায় যত্নশীল হবেন। একই সঙ্গে ভোলায় আজ যেটুকু শিক্ষা অর্জিত হয়েছে তার চর্চা অব্যাহত রাখার দিকে দৃষ্টি রাখবেন। অনভ্যাসে বিদ্যানাশ নামক বিপত্তি যেন ভোলার মানুষকে স্পর্শ না করতে পারে।

ভোলা সদরের জনসাধারণ আজ নিরক্ষরতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এ অবশ্যই এক বড় গৌরব।